যুগান্তর

তারিখ 27 JUN 2008
পৃঃ 2 কলাম 7

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন

যুগান্তর রিপোর্ট

পাসের হার প্রতিবছর বাড়ছে। শিক্ষার মান কি সেভাবে বাড়ছে? ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ কি হচ্ছে? এ প্রশ্ন আজ সবারই। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল ঢাকার নামি-দামি স্কুলের শিক্ষকদের কাছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা কেউই দাবি করতে পারেননি।

এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেক বেশি। এসএসসি, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে ৯টি বোর্ডে পাসের হার ৭২ দশমিক ১৮ শতাংশ, যা গতবারের চেয়ে ১৩ দশমিক ৮২ শতাংশ বেশি।

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রশ্নে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, একেবারে শতভাগ অর্জন করতে পেরেছেন তা বলবেন না। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

এবছর পাসের হার বৃদ্ধিতে সবার মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকার কয়েকটি স্কুল ঘুরে এর প্রতিফলনও দেখা গেছে। তবে সবার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে— পাসের হার ও শিক্ষার গুণগত মান সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। পাসের হার বৃদ্ধির বিষয়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগম বলেন, এবার প্রশাসনসহ বিভিন্ন দিক থেকে পাসের হার বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পাসের হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছে কিনা— এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন, এসব শিক্ষার্থী যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে তখন বোঝা যাবে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা।

এদিকে মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার মান আশানুরূপভাবে বাড়ছে না। ছাত্রদের মেধা বিকাশ হচ্ছে না। খুব বেশি যত্ন নেয়ার জন্য পাসের হার বাড়ছে। ছাত্ররা প্রতিভাবান হয়ে নিজেরা থেকে পড়াশোনা করা এবং নিজের মেধা দিয়ে একটি ভালো রচনা লিখা— এগুলো হচ্ছে না। তাছাড়া ছাত্রদের মাঝে সৃজনশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এর কারণ হল ছাত্ররা বাছাই করা প্রশ্ন এবং তৈরি করা উত্তরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তারা অবশ্যই এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন।